W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

22/WBHRC/SMC/19

13-2-2019

Kindly find enclosed a news item clipping of Eisamay dt.11/2/2019 with headline "অসমে নলি কেটে খুন পাঁশকুড়ার দুই যুবক"

According to the news item two residents of Gopalnagar area in Panskura, Dist-Purba Medinipur, namely, Idris Ali and Sk. Mahammad @ Saukat were killed in Tinsukia (Rupaite). These two persons were working as labourers in Tinsukia and had gone to Assam with the help of a local labour contractor, namely, Habibur to work as masons in a private school.

We may call for a report from the Secretary, Labour Department, Govt. of West Bengal as these two victims went to Assam with the help of a local contractor who apparently violated the conditions of Migrant Labour Act.

In view of above you may kindly consider calling for a report from the Labour Secretary as to violations of various provisions of Labour Act by the contractor in this incident.

(Justice G.C. Gupta)
Chairperson

(N. Mukherjee) 13/2/2019
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Asstt. Secy (LHR Wing) for

অসমে নলি কেটে খুন পাঁশকুড়ার দুই যুবক

এই সময়, তমলুক: অসমে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল পাঁশকুড়ার দুই যুবকের। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পাঁশকুড়ার গোপালনগরের বাসিন্দা শেখ ইদ্রিশ আলি (৫২) ও গড় পুরুষোত্তমপুরের শেখ মহম্মদ ওরফে শওকতের (৪৫) গলার নলি কাটা মৃতদেহ মেলে তিনসুকিয়া জেলার রূপাইতে। পাঁশকুড়ার আরও দুই যুবক শেখ সোনা ও শেখ জহরও ঘটনায় গুরুতর আহত। অভিযুক্ত রাজু গড় পরে আত্মসমর্পণ করে। এর পাশাপাশি গুজরাটে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে গাইঘাটার যুবক উত্তম সানার। শুক্রবার রাতে ওড়িশার রাজগণপুর এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে জিআরপি উত্তমের দেহ উদ্ধার করে।

অসমের খুন নিয়ে তিনসুকিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌরভ জ্যোতি সাইকিয়া বলেন, 'শনিবার সন্ধ্যায় সহকর্মীদের মধ্যে বচসার জেরে এই খুন। তিন জনের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছিল। সন্ধ্যায় কাজ শেষে ফের অশান্তি শুরু হয়। তার জেরেই ওঁদের মধ্যে একজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে অন্য দু'জনকে মারে। অভিযুক্ত পরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।'

মাসদেড়েক আগে ওই চার যুবক স্থানীয় এক ঠিকাদার হাবিবুরের সাহায্যে অসমে রাজমিস্ত্রির কাজ নিয়ে যান। সেখানকার একটি বেসরকারি স্কুলে কাজ করছিলেন তাঁরা। ঘটনার পর স্থানীয় ডুমডুমা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ঠিকাদার। তবে সহকর্মী নয়, এটা দুষ্কৃতীদের কাজ বলে দাবি করেছেন হাবিবুর। তিনি বলেন, 'শনিবার রাতে কাজ থেকে ফিরে একটা দোকানে ওরা রান্নার আয়োজন করছিল। তখন কয়েক জন দুষ্কৃতীর সঙ্গে ওদের বচসা বাঁধে। তারই জেরে দু'জনকে টেনে নিয়ে গিয়ে গলার নলি কেটে দেওয়া হয়। ওঁদের বাঁচাতে গিয়ে জখম হন সোনা ও জহর।'

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার ভি সলমন নেশাকুমার বলেন, 'দুই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর রাতে অসম থেকে ফোন করে জানানো হয়েছে। তবে কী কারণে খুন হল বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা পরিষ্কার নয়। পরিবারের লোকেদের খবর দেওয়ার পাশাপাশি মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

মৃত ইদ্রিশের স্ত্রী মুর্শিদা বিবি বলেন, 'পুলিশ থেকে ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। কেন এমন হল, তা বুঝতে পারছি না।'

প্রতিবেশী শেখ আহমেদ আলি বলেন, 'ঠিকাদারের মাধ্যমে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন এখানকার কয়েক জন। পুলিশের কাছ থেকে ওঁদের খুন হওয়ার খবর পেলাম। কিন্তু

দেহ উদ্ধার ওড়িশাতেও

কেন ওঁদের খুন করা হল, বুঝতে পারছি না। আমরা পুলিশকে ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' এর আগে তিনসুকিয়ায় পাঁচ বাঙালি খুনের জেরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন যথেষ্ট বড় আকার নিয়েছিল। ফের সেই তিনসুকিয়াতেই দুই বাঙালির খুনের ঘটনা ঘটল।

অন্য দিকে, উত্তমের মৃত্যুকে খুন বলে মনে করছেন তাঁর স্ত্রী রূপা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস পাঁচেক আগে সেন্টারিংয়ের কাজ নিয়ে গুজরাটে চলে যান গাইঘাটা থানা এলাকার বাসিন্দা উত্তম। কিন্তু কাজে যাওয়ার পর থেকেই পরিবারের সঙ্গে সে ভাবে যোগাযোগ তার ছিল না পরিবারের। স্ত্রী রূপা সানার অভিযোগ, বৃহস্পতিবার উত্তম তাঁকে ফোন করে বলেন, ওরা আমায় বাঁচতে দেবে না। তবে কে বা কারা কেন তাকে বাঁচতে দেবে না সে বিষয়ে ফোনে কিছুই জানাননি স্বামী। ফোন রেখে দেন উত্তম। বারবার স্বামীকে ফোন করতে থাকেন। কিন্তু উত্তমকে ফোনে পাননি। শেষে শনিবার ওড়িশা জিআরপি মৃত্যু সংবাদ জানায়।